আনুষ্ঠানিক মিলদুন্নবীর ইতিহাস ঃ ইজমার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত

তাফসীরে রুহুল বয়ানে উল্লেখ আছে ঃ

"পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসে ঈদে মিলাদুন্নবীর (দঃ) অনুষ্ঠান বর্তমানে প্রচলিত নিয়মে আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ হয় ৬০৪ হিজরীতে। তৎকালীন ইমাম ও মোজতাহিদ তকিউদ্দীন সুবকী মিশরী (রহঃ) ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ মুজতাহিদ ও ইমাম। একদিন তাঁর দরবারে সে যুগের বিখ্যাত ওলামায়ে কেরামের সমাবেশ ঘটেছিল। ইমাম তকিউদ্দীন (রহঃ) তাঁদের উপস্থিতিতে নবী করিম (দঃ)-এর প্রশংসামূলক ইমাম ছরছরি (রহঃ) রচিত দুলাইন কবিতা পাঠ করেন। পংতি দুটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

قَلِيلٌ لِمَدْحِ الْمُصْطَفٰى الْخَطُّ بِالذَّهَبِ ۔ عَلٰى وَرَقٍ مِّنْ خَطِّ اَحْسَنِ مِنْ كُتُبِ۔
وَاَنْ تَنْهَضَ الْاَشْرَافُ عِنْدَ سَمَاعِهٖ ۔ قِيَامًا صُفُوْفًا اَوْ جُثِيًّا عَلَى الرُّكَبِ۔

অর্থাৎ "সুন্দরতম কিতাবের পাতায় স্বর্ণাক্ষরেও যদি নবী মোস্তফার নাম অঙ্কন করা হয়, তবুও তাঁর বিশাল মর্যাদার তুলনায় তা অতি তুচ্ছ। অনুরূপভাবে শুধু তাঁর নাম শুনেও যদি উচ্চ পর্যায়ের লোকেরা সারিবদ্ধভাবে কিয়ামসহ দাঁড়িয়ে যায়, অথবা আরোহী অবস্থায় নতজানু হয়ে যায়, তবুও তাঁর মহান মর্যাদার তুলনায় তা অতি সামান্যই হবে"। —ছরছরি।

ছরছরির কবিতার উক্ত পংতি দুটো পাঠ করার সময়ে ইমাম তকিউদ্দীন সুবকী ও উপস্থিত ওলামায়ে কেরাম নবীজীর সম্মানে দাঁড়িয়ে গেলেন। মজলিশে নবী প্রেমের ঢেউ

www.sunnibarta.com

খেলে গেলো। সকলেই ভাবের আবেগে আপ্লুত হলেন। মিলাদ শরীফে কেয়ামের বৈধতার ক্ষেত্রে ইমাম তকিউদ্দীন সুবকি ও উপস্থিত ওলামায়ে কেরামের উক্ত কেয়ামের অনুসরণ করাই যথেষ্ট। কেননা, এই কেয়াম হলো শুভ সংবাদ উপলক্ষে তাজীমী কেয়াম। নবীজীর উপস্থিতি এখানে শর্ত নয়— যদিও তিনি উপস্থিত হতেও পারেন"। (তাফসীরে রুহুল বয়ান ৯ম খন্ড-৫৬ পৃষ্ঠা দেখুন!)